গ্যাসের পর কয়লা গোপন চুক্তি ক্ষতি দেশের লাভ কার...

সাজেদুর রহমান

'মাটির নিচে থাকলে সম্পদ নয়, তুললেই সম্পদ।' কথাটি বললেন আহসান হাবি দিপু। দীর্ঘ ১০ বছর ধরে দিনাজপুরের ফুলবাড়ীতে এশিয়া এনার্জি ফিল্ডম্যানেজার হিসেবে কাজ করছেন। এশিয়া এনার্জি (যুক্তরাজ্যের) বহুজাতিক কোম্পানি। এই কোম্পানি সদ্য আবিষ্কৃত ফুলবাড়ী কয়লা খনির ইজারা পেয়েছে। এই কোম্পানি অভিনব কায়দায় কয়লা তুলবে। প্রচলিত সুড়ঙ্গ পদ্ধতিতে কয়লা তুলবে না। তুলবে উন্মুক্ত খনন পদ্ধতিতে। এ পদ্ধতিতে কয়লা তুলতে গেলে কমপক্ষে ৫ লক্ষাধিক লোক উচ্ছেদ হবে বাসস্থান ও কর্মক্ষেত্র থেকে। কোম্পানির দেশীয় প্রতিনিধি ড. মুসফিকার রহমান গণউচ্ছেদের ব্যাপারে বলেন, পুনর্বাসন করা হবে আধুনিক পদ্ধতিতে। এখানকার মানুষের দারিদ্র্য সম্পূর্ণ দূর হবে? কথাটির বিপরীত মত ব্যক্ত করলেন সাবেক সচিব নুরুদ্দীন মাহমুদ কামাল। তিনি বলেন, দারিদ্র্য উচ্ছেদ হবে না, দরিদ্ররা উচ্ছেদ হবে। গরিব মানুষকে উচ্ছেদ করে সুষ্ঠু পুনর্বাসন হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। কারণ এশিয়া এনার্জির কয়লা নিয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা নেই। তাছাড়া এতো লক্ষ লোককে পুনর্বাসন সেই সঙ্গে বিপুল কয়লা তোলা সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ একসঙ্গে অসম্ভব।

সরকার যে চুক্তি এশিয়া এনার্জি কর্পোরেশনকে ফুলবাড়ী কয়লা খনি উত্তোলনের দায়িত্ব দিয়েছে তাতে আমাদের লাভের থেকে ক্ষতির পরিমাণ বেশি। আর সামান্য টাকা বিনিয়োগ করে কোটি কোটি টাকা লুট করে নিয়ে যাবে এশিয়া এনার্জি কর্পোরেশন। আমরা জানি যে, বিশ্বের যেখানে তেল, গ্যাস, কয়লাসহ অন্যান্য খনিজসম্পদ

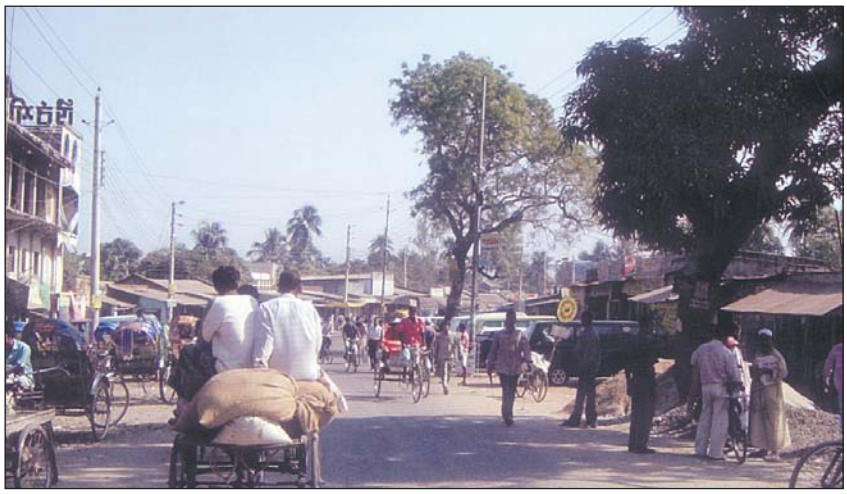

ফুলবাড়ি সদর, খনি হলে থাকবে না এ দৃশ্য

রয়েছে সেখানেই সাম্রাজ্যবাদ গণতন্ত্র, সুশাসন ও উন্নয়নের বুলি দিয়ে তা লুটপাটে ব্যস্ত। নাইজেরিয়া, সুদান, এঙ্গোলার মানুষকে নিঃস্ব করে সাম্রাজ্যবাদ এখন বাংলাদেশের সর্বস্ব লুটের নেশায় মত্ত। আর তাই দেখা যায় ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতা বর্হিভূত শাসক গোষ্ঠী বহুজাতিক কোম্পানির সঙ্গে গ্যাস উত্তোলন, বন্টন চুক্তিসহ যত চুক্তি করেছে তার কোনোটাই জাতীয় স্বার্থের অনুকূলে হয়নি বরং তা সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থকে রক্ষা করেছে। এসব বহুজাতিক কোম্পানি খনি উত্তোলন করতে গিয়ে খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদ যা ধ্বংস করেছে, তার ক্ষতিপূরণ আদায় করাও এসব চুক্তির মাধ্যমে সম্ভব নয়। মাগুরছড়া, টেংরাটিলা যার জ্বলন্ত উদাহরণ। আমাদের দেশের শাসক শ্রেণীসমূহ কথায় কথায় গণতন্ত্র, উন্নয়ন, জবাবদিহিতা ও জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস বলে থাকেন। তাদের একটি জাতীয় সংসদও কার্যকর আছে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ ও বহুজাতিক কোম্পানিসমূহের সঙ্গে স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত সম্পাদিত সকল চুক্তি গোপনে সম্পাদন করা হয়েছে। জাতির সামনে তা প্রকাশ করা হয় না। এমনকি সংসদেও তা নিয়ে আলোচনা করেন না। ফুলবাড়ী কয়লা খনির ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে। ফুলবাড়ী কয়লা খনির উত্তোলনের প্রাথমিক কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। সবকিছু ঠিকমতো চললে ২০০৬ সাল থেকে কয়লা উত্তোলন করা হবে। আমরা একটা ঘটে যাওয়ার পর তা নিয়ে হৈ চৈ করি। ঘটনা ঘটার আগে লাভ-ক্ষতির বিষয় নিয়ে গভীর চিন্তাভাবনা করি না।

সরেজমিনে দিনাজপুরে খনিগুলো

দিনাজপুরে ফুলবাড়ী, পার্বতীপুরে দেশের তিনটি মূল্যবান খনি রয়েছে। দুটি উচ্চমানের কয়লা খনি ও একটি প্রথম শ্রেণীর কঠিন শিলার খনি আছে। বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি,

ফুলবাড়ী কয়লা খনি ও মধ্যপাড়া কঠিন শিলার খনি।

ফুলবাড়ীর কয়লা : কার লাভ কার ক্ষতি

শস্য শ্যামলা বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্বকারী জেলা দিনাজপুর। জেলার প্রবেশদ্বারে ফুলবাড়ী উপজেলা। এ উপজেলার চারদিকে আছে বিরামপুর, হাকিমপুর, ঘোড়াঘাট, নবাবগঞ্জ ও পার্বতীপুর।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর দেশীয় ভূতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগ যে চারটি কয়লাক্ষেত্র অবিষ্কার করে তার দুটিই এই এলাকায়। সর্বশেষ ফুলবাড়ী কয়লা খনি। ফুলবাড়ীর এ খনিতে পাওয়া কয়লা অত্যন্ত ভালো। পরিবেশ দূষণকারী সালফার নেই বললেই চলে। এছাড়া খনির উপজাত হিসেবে পাওয়া যাবে অতি উন্নতমানের সিলিকা বালি। এ বালির তৈরি কাঁচে বাবল (আরবুদ) থাকবে না একটুও। এছাড়াও সিরামিক বালি, সিরামিক মাটি, নুড়ি পাথর, উন্নতমানের কাদা এবং মূল্যবান কঠিন শিলা। এগুলো তালিকাভুক্ত মূল্যবান পদার্থ ছাড়াও মিনারেল পানি পাওয়া যাবে। যা ব্যবহার করলেও কয়েকশ কোটি টাকা আয় করা সম্ভব।

অতএব ফুলবাড়ীতে মাটির নিচে মহামূল্যবান সম্পদ আছে। সম্পদের ইজারা পেয়েছে ব্রিটিশ ফার্ম এশিয়া এনার্জি কর্পোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেড। কোম্পানিটি জ্বালানি ক্ষেত্রে কাজ করলেও কয়লা ক্ষেত্রে নতুন। আসলে কোম্পানি নতুন-পুরাতন, দক্ষ-অদক্ষ বিষয় নয়, আমাদের সরকারকে যে কনভিন্স করতে পারবে সেই চুক্তিবদ্ধ হবে এটাই এ দেশের রীতি। যেভাবে নাইকো হয়েছে, সেই একইভাবে গোপনীয়তা রক্ষা করে প্রথম চুক্তিবদ্ধ হয় ১৯৯৮ সালে ১১ ফেব্রুয়ারি। তখন অনুসন্ধানের অনুমতি দিতে নতুন চুক্তিবদ্ধ হয় সরকার।

এ পর্যন্ত খবর শুনে দেশের মানুষ খুব স্বাভাবিক একটা শ্বাস নিতে পারেন। কিন্তু ফুলবাড়ীর কয়েক লক্ষ মানুষ যে শ্বাস ছেড়েছিল তা কিন্তু দীর্ঘশ্বাস। তাদের দীর্ঘশ্বাসের কারণে উচ্ছেদ হবেন জায়গা-জমি থেকে। কিন্তু ভাগ্য তাদের আরো নির্মম। তাদের কাঁদিয়ে ছাড়লেন, যখন শুনলেন কয়লা এমনভাবে তুলবে যে, এই এলাকা একটা ভয়াবহ খাদ আকারে হা হয়ে থাকবে। এলাকার মানুষের আবেগের জমি, ঘর-বাড়ি, মসজিদ, গোরস্থান-শ্মশান, মন্দির, গির্জা রেলপথসহ নদী, ঐতিহ্যবাহী স্থান।

আমাদের জাতীয় সম্পদ নিয়ে চলছে শাসকশ্রেণীর ছিনিমিনি খেলা। দেশের বৃহৎ স্বার্থে যদি খনি থেকে কয়লা উত্তোলন করা যেতে পারে সমস্যা নেই। জনগণ বরাবর যেমন মেনে নিয়েছে। এবারও হয়তো নেবে। দেখতে হবে জাতীয় স্বার্থকেই মূল্য দেয়া হচ্ছে কি না। অপরদিকে দেখতে হবে উচ্ছেদ হওয়া মানুষদের ঠিকমতো পুনর্বাসন করা হচ্ছে কি না। অতীতে কাপ্তাই জলবিদ্যুতের জন্য যেমন ৩০ হাজার আদিবাসী আজও ভিটে-বাড়ি, জমির হিস্যা বুঝে পায়নি। ১০ হাজার মানুষ যমুনা ব্রিজের জন্য ভূমি হারিয়ে বুঝে পায়নি হিস্যা, তেমনটি যেন ফুলবাড়ীর ক্ষেত্রে না হয়। স্থানীয়রা সে রকম আশঙ্কায় করছেন। ফুলবাড়ীতে কর্মরত এশিয়া এনার্জি ও স্থানীয়দের আশ্বস্ত করতে পারেনি। এখন দেখা যাক এশিয়ার ওপর কেন আস্থা রাখতে পারছে না।

ফুলবাড়ী বাজারে আছে তৃপ্তি হোটেল। হোটেলের সামনেই গলিতে একটা বাড়ির গেটের দিকে তাকিয়ে চোখ আটকে গেলো। গেটের গায়ে লেখা- 'এখানে এশিয়া এনার্জির সদস্য প্রবেশ নিষেধ।' এ রকম লেখার কারণ জানতে চাইলে গৃহকর্তা বাবুল জানালেন, এশিয়া এনার্জি আমাদের পূর্বপুরুষের ভিটা থেকে উচ্ছেদ করবে, তা হতে দেবো না। তাদের কেউ যেনো আমার বাড়িতে ঢুকে এশিয়া এনার্জির পক্ষে কিছু বলতে না পারে সেই জন্য এ ব্যবস্থা।

বাবুল জানালো, এশিয়া এনার্জি প্রথম আসে ৫-৬ বছর আগে। তারা বিভিন্ন এলাকায় জরিপ চালায়। এলাকার মানুষকে বলে সুড়ঙ্গ

বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি

জেলা সদর দিনাজপুর থেকে ফুলবাড়ীর দূরত্ব প্রায় ৩০ কিলোমিটার। ফুলবাড়ী বাসস্ট্যান্ড থেকে বড়পুকুরিয়ার কয়লা খনি ১৫ কিলোমিটার উত্তরে পার্বতীপুরে অবস্থিত। যেতে হয় রিকশায় অথবা ভ্যানে। অবশ্য মুড়ির টিন টাইপের ৪-৫টি বাস দিন-রাতে কয়েকবার ফুলবাড়ী থেকে পার্বতীপুরে যাতায়াত করে।

১৯৯৪ সালের ২৭ জানুয়ারি খনির কাজ শুরু হয়। দীর্ঘ ১০ বছর পর গত ১১ সেপ্টেম্বর ২০০৫ বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদনে যায়। অত্যন্ত হতাশার কথা হলো, মাত্র ২২ দিন খনি থেকে কয়লা উত্তোলন করা সম্ভব হয়েছে। ৩০ সেপ্টেম্বর গভীর রাতে ভূগর্ভের নিচে খনি শ্রমিকেরা ও বিশেষজ্ঞরা কাজ করার সময় কঠিন মনোক্সাইড (Co) ও মারাত্মক দাহ্য মিথেন (CH_4) গ্যাস নিঃসরণ হতে থাকলে খনির কাজ বন্ধ করে দেয়া হয়।

খনি কর্তৃপক্ষ দাবি করছে, দ্বিতীয় আর একটি কূপ (সুড়ঙ্গ) দিয়ে আবার কয়লা তোলা হচ্ছে। কিন্তু এই প্রতিবেদক ২৬ অক্টোবর খনিতে গেলে দেখতে পায় দ্বিতীয় কোনো কূপ থেকে কয়লা উত্তোলিত হচ্ছে না। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক খনিতে কর্মরত অভিজ্ঞ একজন কর্মকর্তা জানান, মিথেন গ্যাস থেকে ভয়াবহ বিস্ফোরণ হতে পারতো। আমরা ২৪ অক্টোবর সিল করে দিয়েছি। তিনি আরো জানান, দ্রুত সিল করার ফলে অনেক মূল্যবান যন্ত্রপাতি ভূগর্ভেই রয়ে গেছে। যন্ত্রপাতি আবার কবে জোগাড় হবে, আদৌ হবে কি না যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সর্বশেষে তিনি যে ভয়াবহ তথ্য দিলেন তা শুনে সত্যিই বিস্মিত হতে হয়। তিনি বলেন, দেশীয় কয়েকজন কর্মকর্তা খনিকে পরিত্যক্ত ঘোষণা করার ষড়যন্ত্র করছে। তিনি বলেন, কর্মকর্তারা মিথ্যে নিরাপত্তার অজুহাত দেখিয়ে পুরো খনি পরিত্যক্ত ঘোষণা করার সুপারিশ করেছে উচ্চ পর্যায়ে। ষড়যন্ত্রকারী কর্মকর্তাদের নাম না জানালেও কর্মকর্তা বলেন,

পদ্ধতিতে খনি থেকে কয়লা উত্তোলন করা হবে। কিন্তু সময় যতই গড়াতে থাকে তাদের ভোল পাল্টাতে থাকে। তারা যখন এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে ঘর, গোয়াল, গাছের হিসাব করছিল। একটা ছাপ ফ্রমে পেন্সিল দিয়ে এক একটা জিনিসের মূল্য ধার্য করছিল তখনই মানুষের সন্দেহ হয়। তার একটা ঘরের দাম বাজারমূল্য ১০ হাজার হলে ফ্রমে লেখা ছিল ৩০ হাজার। একটা গাছ দুই সুতা মোটাও হবে না এমন গাছের দামও ৫ হাজার ধরছিল। আমাদের তখন সন্দেহ হলো। এতো টাকা দিতে চায় কেন। এশিয়া এনার্জি তখনও বলে, আমাদের দু'একটা অফিস হবে তো, জায়গা লাগতে পারে।

এশিয়ার এমন চাতুর্যের কথা জানালেন, ফুলবাড়ীর প্রসিদ্ধ শৌখিন সুস্টারের মালিক মানিক সরকার। তিনি জানান, আমাদের কাছে একটা ফরম নিয়ে এসে আমার সম্ভাব্য ক্ষতির তালিকা নিয়ে গেছে। দেখেন ভাই, হামার এ দোকানের বয়স মেলা। এলাকায় এর একটা পরিচিতি আছে। মানুষ দূর থেকে কিনতে আসে। আমাকে উঠায়ে অন্য জায়গায় দিলে সেখানে ব্যবসা জমাতে পারবো কি না ভরসা পাই না। এশিয়া এনার্জি আমার এ ক্ষতি পুরা করবার পারবার লয়।'

এলাকার মানুষের অধিকাংশের বক্তব্য এ রকম। তবে ব্যতিক্রম যে নেই তাও না।

খনির কারণে এই খাড়িপুল নদী আর থাকবে না

শিবনগর ইউনিয়নের উদ্যোগে ১০-১১ জন ইউপি চেয়ারম্যান ইফতার করলেন একসঙ্গে। তারা জানালেন, এশিয়া এনার্জির কাজে তাদের সমর্থন আছে।

ইউপি চেয়ারম্যান কেন সমর্থন করছে তারও প্রত্যুত্তর দিলেন শিবনগর ইউনিয়নের ইউপি চেয়ারম্যানের খন্দকার মোসাদ্দেক হোসেনের ছোট ভাই স্থানীয় শিবনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক খন্দকার আবুল হোসেন।

তিনি বলেন, এশিয়া এনার্জির অর্থের কারণে চেয়ারম্যানরা সমর্থন করেছে। একই স্কুলের সহকারী শিক্ষক মাহাবুবার রহমান ইউপিদের সম্পৃক্ততার কথা খন্দকার আবুল

দেশের বিদ্যুতের লোডশেডিং দেখিয়ে, জ্বালানির চাহিদা দেখিয়ে ফুলবাড়ীর কয়লা খনির কয়লা উত্তোলন করতে বাধ্য করাই কর্মকর্তাদের প্রধান উদ্দেশ্য বলে জানান। এদিকে চীনের সিএমসি কোম্পানি সুজু তাদের যন্ত্রপাতির ক্ষতির দাবি করবেন বলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা জানান।

সরেজমিন খনি এলাকা ঘুরে দেখা যায়, বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির ভূগর্ভে সকল কর্মরত শ্রমিক, কর্মকর্তা ও অন্যান্য জনবলকে নামতে দেয়া হচ্ছে না।

দেশের উত্তরাঞ্চলের বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পাশাপাশি প্রায় ২ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে ২৫০ মেট্রিক টন কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। ৩০ অক্টোবর বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী তা উদ্বোধন করেন। চীনা সিএমসি কোম্পানি প্রতিষ্ঠানটি ১৫০ মেট্রিক টন ইউনিটের জ্বালানি ইউনিট চালু করেছে। কিন্তু বড় পুকুরিয়া কয়লা খনির ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হওয়া বিদ্যুৎ কেন্দ্রটিও যে বন্ধ হবে তা বলা যায়।

১৯৯৪ সালে বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ সরকারের পেট্রো বাংলার চায়নার মেশিনারিং ইমপোর্ট এন্ড এক্সপোর্ট কর্পোরেশনের (সিএমসি) সঙ্গে খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়ের একটি চুক্তি হয়। চুক্তির পর পেট্রোবাংলা প্রায় ৬০ একর জমি হুকুম দলল করে এর উপরেই প্রায় ২ শতাধিক কোটি টাকা ব্যয়ে অফিস ও আবাসিক ভবন তৈরি করে। বিষয়টি কৌতূহলোদ্দীপক যে, অধিকাংশ ভবন কাজে লাগছে না। ফাঁকা পড়ে আছে।

রেস্ট হাউস, ফ্যামিলি কোয়ার্টার, অতিথিদের রেস্ট হাউস, গাড়ি পার্কিং ছাউনি, ড্রাইভারদের থাকার রেস্ট হাউস, পেট্রোবাংলার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিলাসবহুল অফিস ভবন, রাষ্ট্রীয় অতিথিদের রেস্ট হাউস, কয়লা মাপার কম্পিউন্টার উইনিং মেশিন ও অসংখ্য ঘর। অফিস ভবনের ২০-৩০টি কক্ষের ৪-৫টি মাত্র ব্যবহার হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে খনি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা কিছু বলতে নারাজ। সিকিউরিটি প্রধান সি.ও. মাইনুদ্দিন খান জানান, ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখেই এগুলো করা হয়েছে।

বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি প্রসঙ্গে একজন সাব অ্যাসিসটেন্ট ইঞ্জিনিয়ার জানান, চায়না এসে কয়লা উত্তোলনের চাইতে অন্যভাবে বেশি মুনাফা হয় কীভাবে সেই পথই অনুসন্ধান করছে বেশি। যার ফলে বিগত ১০ বছরে খনি লাভের মুখ দেখেনি। ১৯৯৮ সালের ৪ এপ্রিল ভূগর্ভে পানি প্রবাহের কারণে বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল। সেবার ২২ মাস কাজ বন্ধ থাকে। চায়নাদের সঙ্গে আমাদের চুক্তি ছিলো ৫ বছরের। সে হিসেবে ১৯৯৮-৯৯তে চুক্তি শেষ হওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু কাজের প্রতি নিতান্তই আন্তরিকতার কারণে কাজ এগুলো না। সে বছরই আবার চায়নাদের সঙ্গে নতুন করে চুক্তি হলো। এ চুক্তিটি আনকোরা। বিশ্বের অন্যান্য দেশে এ পদ্ধতি আছে কি না খোদ খনি বিশেষজ্ঞরাও জানেন না। বলা হলো, তারা যতক্ষণ কাজ করবে ততক্ষণের মুজরি পাবে। বাড়তি সময়ে কাজ করলে এর জন্য মূল মজুরির প্রায় ১০ গুণ বেশি নেবে। এখন এভাবে কাজ চলছে। নতুন চুক্তির পর চায়না বলা যায় আবার নতুন করে কাজ শুরু করে। তারা খনির ডিজাইন পরিবর্তন করে নতুন কূপ খনন করে।

বড়পুকুরিয়া কয়লা প্রকল্প প্রথমে মেয়াদকাল ২২ বছর ধরা হয়েছিল। ব্যয় ধরা হয়েছিল ৮৮৭ কোটি ৩৫ লাখ টাকা। কিন্তু চায়নারা সময় ও বাজেট দুটোই ফেল করে। সময় ৫ বছর বাড়ল এবং ব্যয় আরো ৫০০ কোটি টাকা বাড়ল।

কিন্তু খনি প্রকল্পের কর্মকর্তা জানান, মোট ব্যয় ১০৪১ কোটি ৩৫ লাখ টাকা। উপরের তথ্য দিয়েছে ঢাকার পেট্রোবাংলা। নিচের তথ্য দিলো স্থানীয় কর্মকর্তারা। অনুসন্ধান চালিয়ে স্পষ্ট হওয়া যায়নি এ প্রকল্পের কতো কোটি টাকা এ পর্যন্ত ব্যয় করা হয়েছে।

ব্যয়ের হিসাব যেমন আসছে, তেমনি এর আয়ের ক্ষেত্রেও। খনিতে দুর্নীতির বিষয়ে একটা কথা প্রযোজ্য তা হলো সর্বাঙ্গে ব্যথা ওষুধ দেবো কোথায়। একটা প্রতিষ্ঠানকে ঢালাওভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত বললে হকচকিয়ে যাবেন হয়তো। তবে ব্যাপারটা সত্য।

হোসেনের কথার সমর্থন করে বলেন, আমার সৌভাগ্য সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রতিবেদকের সঙ্গে কথা বলছি। আমি আপনাদের পত্রিকা নিয়মিত দেখি। ভাই ফুলবাড়ীর কয়লা খনি নিয়া একটা ভালো কিছু করেন। আমাদের সম্পদ আমরা যেন সর্বোচ্চ ব্যবহার করি। এশিয়া এনার্জি নিজেদের লোক দিয়ে নিজেদের মতো জরিপ করছে। নিজের অনুকূলেই রিপোর্ট করছে। দেশী কোনো নিরপেক্ষ ব্যক্তি দিয়ে জরিপ করে খনির কাজে যেন হতে দেয়া হয়, সে দিকটা খেয়াল রাখতে সবাইকে বলবেন।

ইউপি চেয়ারম্যান খন্দকার মোসাদ্দেক হোসেন বলেন, আমি ও আমার এলাকার মানুষ এশিয়া এনার্জির কাজে সহায়তা করতে চাই। তার ছোট ভাই তাকে সমর্থন করে কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'আমার ভাইরে আমি ম্যানেজ করবো। ওইটা কোনো বিষয় নয়।'

ইউপি চেয়ারম্যানদের মতো স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারাও অনেকে সমর্থন দিচ্ছেন। তবে তাদের সমর্থন এখনো অনেকটা গোপনীয়তা রক্ষা করেই বজায় রাখছে।

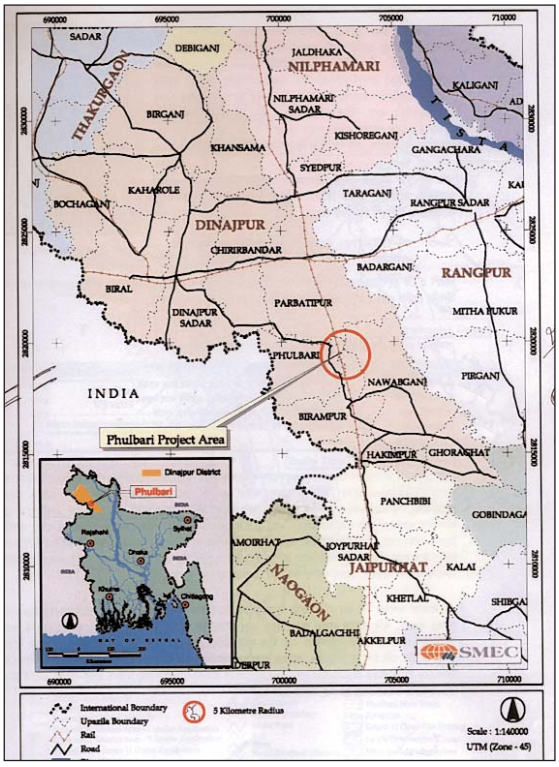

ম্যাপের বৃত্তাকার চিহ্নিত অংশটি ফুলবাড়ী খনি এলাকা

এশিয়া এনার্জি বিশ্লেষণ

এশিয়া এনার্জি সুবিধাজনকভাবে সত্য গোপন শুধু এলাকার মানুষের কাছেই করেনি তাদের প্রকাশনাতেও রেখেছে।

এশিয়া এনার্জি এই কাজে ১৭টি প্রতিষ্ঠান ও ৭ জন দেশী-বিদেশী বিশেষজ্ঞ নিয়োগ দিয়েছে। রঙ-বেরঙের বাংলা-ইংরেজি প্রকাশনা বের করেছে। প্রকাশনায় হাসিমুখে নারী-পুরুষ, সবুজ ধানক্ষেতের রঙিন ছবি ছেপেছে। প্রকাশনার ছবিগুলো সম্বন্ধে অর্থনীতিবিদ আনু মহাম্মদ মন্তব্য করলেন, 'এসব ছবি দিয়ে এই সত্যটিই এখানে ঢেকে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে যে, এই সবুজ আর এই হাসিমুখ মুছে দেবার প্রকল্পই এশিয়া এনার্জি বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে।'

এশিয়া এনার্জি উন্মুক্ত পদ্ধতিতে খনন করবে। ৩০ বছর ধরে এই খনন প্রক্রিয়া চলবে। ফুলবাড়ী, নওয়াবগঞ্জ, বিরামপুর ও পার্বতীপুর এই চারটি এলাকার ৫ হাজার ৪২৮ হেক্টর ভূমি প্রভাবিত হবে। যমুনা, খাড়িপুল ও নলসীমা নদীর প্রবাহ পরিবর্তন হবে। এখনো যেটুকু শালবন আছে তাও থাকবে না। এশিয়া এনার্জির জরিপে দেখা যায়, ক্ষুদ্র জীববৈচিত্র্যের ৬টি ধরন (বাস্তুসংস্থান) এখানে দেখা যায়। ৫১২ প্রজাতির গাছপালা, ১৫৮টি স্থলচর মেরুদন্ডী প্রজাতি এবং ৮৯ প্রজাতির মাছ এখানে দেখা গেছে। এতো পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব দিলেও প্রাণীর নাম দেয়নি। বলেছে দুষ্প্রাপ্য নয়। বহুল উপস্থিতি আছে। অনুসন্ধানে জানা যায় গুলবাগ, বেজি, বাঘডাসা, খরগোস, শেয়াল, বন্য বিরল শূকরসহ বিভিন্ন প্রজাতির সাপ, কাঠবিড়ালী গাংচিল, ঘড়িয়ালসহ শালবনে বিরল প্রজাতির বেশ কয়েক রকম পাখি দেখা যায়। এই প্রাণীগুলোর বেশির ভাগই বিরল প্রজাতির।

মঙ্গাকবলিত রংপুরে গায়ে গা লাগানো ফুলবাড়ী তথা দিনাজপুরে কখনো মঙ্গা হয়নি। ঠ্যাঙামাড়া মহিলা সমবায় সমিতির এক জরিপে বলা হচ্ছে, ফুলবাড়ী ও দিনাজপুরে এলাকার মানুষের মনোবল অপেক্ষাকৃত বেশি। মঙ্গাকবলিত রংপুরের মতো প্রাকৃতিক জনাধিক্য থাকা সত্ত্বেও এ এলাকায় মঙ্গা হয়নি।

এশিয়া এনার্জি তাদের জরিপ নানাভাবে নানা অ্যাঙ্গেলে করলেও নৃতাত্ত্বিক বিষয়ে কোনো কাজ করেনি। আর তাই তারা ২১৩টি মসজিদ, ১৭৪টি মন্দির, ৭৮৫টি কবরস্থান ও শ্মশান, ১৯টি গির্জা ধ্বংস করার জন্য তালিকা করছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে খনির বাঞ্চার জোন (ফোঁকা জায়গা) হিসেবে যে এলাকা রেখেছে সেখানেই রয়েছে ঐতিহ্য ও আবেগময় স্থান। একই এলাকার ৮টি প্রাচীন (৪০০ খ্রিঃ-১২০০ খ্রিঃ) ২৬টি মধ্যযুগীয় (১৭৬৫ খ্রিঃ- ১৯৪৭ খ্রিঃ) প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। এশিয়া এনার্জি দেখিয়েছে ৯ শতাংশ আদিবাসী। সাঁওতাল বৃহৎ।

মুন্ডা ও মাহালি ছোট সম্প্রদায়। এদের আলাদা আলাদা কোনো সংখ্যা নেই। কিংবা সামষ্টিক সংখ্যাও নেই। তাদের হিসেবে ৯ শতাংশ। অর্থাৎ ২৫ হাজারের মতো। অনুসন্ধানে জানা যায় এক সাঁওতাল সম্প্রদায় আছে ১২ হাজার। মুন্ডা ও মাহালি আরো ৬ হাজার। এছাড়াও ওঁরাও, বেদে সম্প্রদায়সহ ১৪টি সম্প্রদায় দেখা যায়। এদের সংখ্যা বলা মুশকিল। তার জেলায় বিভিন্ন জায়গায় একসঙ্গে অনেকজন অবস্থান করে। এক হিসেবে দেখা যায় আদিবাসিরা প্রায় ৭৬ হাজার বিঘা জমি হারাবে।

এশিয়া এনার্জি বলছে, জরিপ করে দেখা গেছে, এ এলাকার সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের অধিকাংশ জনগণ এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ (৪টি উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা এবং ফুলবাড়ী পৌরসভার) কয়লা খনি প্রকল্পটি সমর্থন করেছেন। জেলার বিরামপুর, ফুলবাড়ী, নওয়াবগঞ্জ ও পার্বতীপুর উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণের কাছ থেকে অনাপত্তি পত্র পেয়েছে, তাছাড়া স্থানীয় জনগণের যথেষ্ট ও ব্যাপক সমর্থন লাভ করেছে।' (ফুলবাড়ী কয়লা প্রকল্প; নির্বাহী সারপত্র; পৃষ্ঠা-১১)

কথাটির কোনো সত্যতা মেলেনি। স্থানীয় প্রতিনিধি দিপু কোনো অনাপত্তিপত্র এই প্রতিবেদককে দেখায়নি। এমনকি এলাকার বেশির ভাগ মানুষই প্রকাশ্যে মিছিল-জনসভা করে প্রতিবাদ করছে। পত্র-পত্রিকাসহ জাতীয় প্রেসক্লাবে পর্যন্ত সেমিনার হয়েছে খনির বিপক্ষে। স্থানীয়ভাবে একাধিক কমিটি গঠিত হয়েছে খনির বিপক্ষে। স্থানীয় সুরবাণী সঙ্গীত বিদ্যালয় খনিবিরোধী গান বেঁধেছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রবীর কুমার সাংবাদিক জেনে বিদ্যালয়ের ভেতরে নিয়ে শোনালেন ৪-৫টি গান- আর দেবো না আমরা কাউকে/ ফুলবাড়ীর মাটি/ এই মাটিতে ঘুমিয়ে আছে/ মা-বাবা দাদা-দাদী। প্রবীর আরো জানালেন গানগুলো লিখেছে এখানকার একজন অর্ধশিক্ষিত কৃষক। নাম খাদেমুল ইসলাম। অপর একটি গান- এশিয়া এনার্জি/ ফুলবাড়ী ছেড়ে কবে তুই যাবি/ ফুলবাড়ীর মানুষ সরল/ ভিতরটা যে কঠিন গরল।

না ছাড়িলে ভেঙে দিবো তোদের হাড্ডি/ ও তোদের দালালের হাড্ডি/ ফুলবাড়ী ছেড়ে কবে তুই যাবি।

এশিয়া এনার্জি আরো বলছে, 'সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত জনগণ যেন পুনর্বাসন পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ করতে পারে এবং তাদের মতামত ও পরামর্শ জানানোর সুযোগ পায় তা নিশ্চিত করতে একটি দীর্ঘমেয়াদি মতবিনিময় প্রক্রিয়া চলছে (পৃষ্ঠা-১৮)। এ প্রসঙ্গে হামিদপুর ইউনিয়নের শাহগ্রাম বাসিন্দা মোঃ আতিউর রহমান বলেন, এগুলোর আরেক নাম হতে পারে বিভ্রান্তি ও দালাল বানানোর প্রক্রিয়া।

উন্মুক্ত পদ্ধতিতে খনন প্রসঙ্গে এশিয়া এনার্জি বলছে, আনুমানিক ৩০ বছর ধরে খনির খনন প্রক্রিয়াটি কয়লাক্ষেত্রে লম্বালম্বি (উত্তর দক্ষিণে) অগ্রসর হবে (পৃঃ-৬) আর এর যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠার জন্য বলছে, যদিও বাংলাদেশে এ পদ্ধতি নতুন কিন্তু পৃথিবীতে

অন্যান্য দেশে যেখানে একই রকম ভূতাত্ত্বিক ও হাইড্রোলজিকাল অবস্থা বিদ্যমান, যেমন অস্ট্রেলিয়া, ভারত, ইন্দোনেশিয়া এবং জার্মানিতে এ পদ্ধতিতে সফলভাবে পরীক্ষিত এবং এটি অধিক ফলদায়ক ও নিরাপদ (পৃষ্ঠ-৫)। এ রকম পাইকারি তুলনামূলক সিদ্ধান্ত বিশেষজ্ঞ মত হিসেবে প্রচারে যে দুরভিসন্ধিমূলক তা বলাই বাহুল্য। অন্য প্রশ্ন বাদ দিলেও শুধু জবঘনত্ব বিচারে ফুলবাড়ী ঐসব দেশের বাস্তবতা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

অবশ্য জনঘনত্বের তথ্যের ক্ষেত্রেও এশিয়া এনার্জি বিভ্রান্তিমূলক তথ্য দিয়েছে। তাদের হিসেব মতে প্রতিবর্গ কিলোমিটারে ঘনত্ব ৭১১ জন, যা জাতীয় গড় ঘনত্বের তুলনায় অনেক কম। স্থানীয় ফুলবাড়ী কয়লা সম্পদ রক্ষাকারী কমিটির সদস্য এবং পৌর চেয়ারম্যান শাহাজাহান আলী সরকার বলেন, এশিয়া এনার্জি আমাদের জনঘনত্ব কম করে দেখিয়েছে। তার মতে এখনকার প্রতি বর্গ মাইলে ২ হাজারের বেশি মানুষ বাস করে এবং প্রতিটি জমির সুষ্ঠু ব্যবহার করে।

শিব নগর ইউনিয়নের একটি যৌথ পরিবার

উন্মুক্ত খননের ব্যাপারে কোম্পানি বলছে, খনির কারণে অর্থ-সামাজিক সুবিধা, চাকরির সুযোগ এবং বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মুনাফা বৃদ্ধি পাবে। (তথ্যপত্র ৩) বিনিময়ে সাম্য ক্ষতি হবে। ক্ষতির ক্ষেত্রে তাদের প্রকাশনায় বলা হচ্ছে প্রাথমিকভাবে খনির জন্য ২০০০ হেক্টর জমির প্রয়োজন হবে। খনির মেয়াদকালে খনি ও সহযোগী স্থাপনার জন্য ১০০০ হেক্টর জমির প্রয়োজন হবে। ফলে এ এলাকায় কৃষি জমির হতে পারে এবং ফুলবাড়ী এলাকার পূর্ব পাশে এবং এর চারদিকে বসবাসরত জনগণ, গ্রাম ও বসতবাড়ি সরিয়ে নিতে হতে পারে।' এ ক্ষতি কতোটা আর সে ক্ষতি লাভের তুলনায় বেশি না কম প্রশ্ন তুলেছিলেন আনু মহাম্মদ।

প্রশ্নটি নিয়ে কাজ করেছিলেন আনিসুল ইসলাম বাবুলসহ স্থানীয় কয়েকজন যুবক। তারা ২০০৪-'০৫ সালের অর্থবছরে এলাকায় যে কয়টি ফসল উৎপাদন হয়েছে তার মূল্য তালিকা দিয়েছে। তাতে বলা হচ্ছে আমন, ইরি ধানসহ গম, সরিষা, আলু, ভুট্টা ও কলার মূল্য সর্বমোট দাঁড়ায় ২০৭ কোটি ৯৯ লাখ ৩৬ হাজার টাকা। এছাড়াও আখ, পাট, মরিচ, রসুন, পিঁয়াজ, আদা, হলুদ, শাক-সবজি, আম, কাঁঠাল, লিচু, পেয়ারা, পেঁপে ইত্যাদির মূল্য ৪১৫ কোটি ৯৮ লাখ ৭২ হাজার টাকা। তারা গবাদি পশুর সংখ্যা ও তার মূল্য দিয়েছে ১৭ কোটি ৫২ লাখ ৮১ হাজার ৯৬০ টাকা।

নদী, খাল, বিল ও পুকুরের মৎস্যের মূল্য ৫ কোটি ৬১ লাখ টাকা। সরকারি বিভিন্ন অফিসের মধ্যে শুধু সাব-রেজিস্ট্রি অফিস (জমি ক্রয়-বিক্রয়) ও ভূমি অফিসের হিসাব মতে, ১ হাজার ৫২৭ কোটি টাকা। (অবশ্য ২৭ হাজার ৪০০ একর জমির মূল্য একর প্রতি ৫০ হাজার ধরে) আর স্থানীয়দের জরিপের হিসাব মতো মোট ক্ষতি হবে ২ হাজার ৮১০ কোটি ৭০ লাখ ৫০ হাজার ৯৪৫ টাকা ৬৫ পয়সা।

অপরদিকে এই ক্ষতিকে কোম্পানি সামান্য ক্ষতি বলছে। তারা ভরসা দিচ্ছে যে, এর ফলে 'খনির প্রথম পর্যায়ে কৃষিজমির সামান্য ক্ষতি ছাড়া প্রত্যক্ষভাবে খনির সম্ভাব্য এলাকায় বসবাসরত জনগণের ওপর খুব সামান্যই প্রভাব পড়বে'। যেমন খনি অগ্রগতির প্রথম ৫ থেকে ১০ বছরে ১৫ হাজার থেকে ২০ হাজার

আদিবাসীদের একাংশ

জনগণকে পুনর্বাসন করতে হতে পারে এবং খনির ৩০ বছর মেয়াদকালে এ এলাকার মোট ৫০ হাজার লোককে পুনর্বাসন করতে হতে পারে। প্রধানত ফুলবাড়ী শহরের একাংশ এবং এর পার্শ্ববর্তী ও পার্বতীপুর উপজেলার কিছু গ্রাম থেকে লোকবসতি সরিয়ে নিতে হতে পারে। নতুন শহর, গ্রাম ও নতুন সংযোগ সড়ক তৈরি করার জন্যও কিছু বসতি বা স্থাপনা সরানো হতে পারে (পৃষ্ঠা-১৬)। এসব তাদের দৃষ্টিতে 'সামান্য ক্ষতি'।

এশিয়া এনার্জি জানাচ্ছে, 'কৃষি জমির যে ক্ষতি হবে তার ভারসাম্য বজায় রাখতে অবশিষ্ট জমিতে অধিক পরিমাণে উৎপাদন করা হবে প্রতিটি প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য। জমি হারানোর ফলে যে সমস্ত বর্গাদার চাষী তাদের জীবিকা হারাবে তাদের জীবিকার নিশ্চয়তার ওপর গুরুত্ব দেয়া হবে। কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধিবিষয়ক গবেষণা এবং আঞ্চলিক কৃষিজাত পণ্যের বাজারজাতকরণে সহযোগিতা করারও পরিকল্পনা রয়েছে।' (পৃষ্ঠা-১৯), কীভাবে করা হবে অবশিষ্ট জমিতে অধিক পরিমাণে উৎপাদন? এর উত্তর তাদের প্রকাশনায় স্পষ্ট না থাকায় প্রশ্ন করেছিলাম দিপু সাহেবকে। তিনি বলেন, সুগন্ধি ধান, গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজসহ নানা ব্যবস্থা নেয়া হবে। পরীক্ষামূলক কোথাও কোনো প্রকল্প নেয়া হয়েছে কি না জানতে চাইলে তিনি জানান, একজন কৃষক গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ করেছে। এর ফলাফল কি জানতে চাইলে তিনি বলেন 'কৃষকটি আমাদের কথা বোঝেনি। উল্টাপাল্টা কাজ করেছে। তাই

ফুলবাড়ী কয়লা খাতে বিদেশী বিনিয়োগ কার লাভ কার ক্ষতি

এশিয়া এনার্জি ব্রিটিশ কোম্পানি বাংলাদেশ	কত ব্যয় ৯ হাজার ২৫০ কোটি ডলার ৭৯ হাজার ২০০ কোটি টাকা ৫৪ হাজার কোটি টাকা	কত ব্যয় ১ লাখ ৫০ হাজার কোটি টাকা ৪৫ হাজার কোটি টাকা	লাভ/ক্ষতি লাভ : ১ লাখ ৪১ হাজার কোটি ডলার অথবা ৭১ হাজার কোটি টাকা ক্ষতি : ৯ হাজার কোটি টাকা (জীবন ও পরিবেশসহ বিভিন্ন ক্ষতি বাদ দিয়ে)

সূত্র : এশিয়া এনার্জি ও পেট্রোবাংলার হিসেবের সমন্বয়ে।

উৎপাদন পায়নি'।

লাভ-ক্ষতির সমীকরণ

ফুলবাড়ী খনিতে উত্তোলনযোগ্য কয়লার পরিমাণ সর্বশেষ হিসাবে প্রায় ৫৭২ মিলিয়ন টন। কোম্পানি বলছে ভুগর্ভস্থ পদ্ধতিতে এর শতকরা ১০ থেকে ২০ ভাগ তোলা যাবে আর উন্মুক্ত খনন পদ্ধতিতে তোলা যাবে শতকরা ৭০ ভাগ থেকে ৮০ ভাগ। প্রকল্পের প্রথম ৩ বছরে ২ দশমিক ৫ মিলিয়ন টন কয়লা উত্তোলিত হবে। ৭ম বছর থেকে পূর্ণমাত্রায় অর্থাৎ ১৫ মিলিয়ন টন উৎপাদন হবে। (পৃষ্ঠা-২৩) চুক্তির শর্ত অনুযায়ী উত্তোলিত কয়লার ১২ মিলিয়ন টন রপ্তানি করা যাবে আর মাত্র ৩ মিলিয়ন টন দেশের ভেতর ব্যবহার করা হবে।

শুধু কয়লার দাম ধরলেও প্রতিবছর ৫ হাজার কোটি টাকা আয় হবে। এ হিসাবে ৩০ বছরে কোম্পানি আয় করবে মোট ১ লাখ ৫০ হাজার কোটি টাকা। অপর পক্ষে তারা বিনিয়োগ করবে ১৪০ কোটি মার্কিন ডলার বা ৯ হাজার ২৫০ কোটি টাকা।

আমি এ হিসেবটি করছিলাম কোম্পানির প্রতিনিধি দিপুর সামনে। তিনি আমার হিসাব দেখে আমার ভুল শুধরে দিলেন। বলেন, আসলে ইনভেস্ট আরো বেশি হবে। তিনি জানান, মূলত ১২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বা ৭৯ হাজার ২০০ কোটি টাকা। আমি যে হিসাব করছিলাম তা এশিয়া এনার্জি জুন ২০০৫-এ প্রকাশিত নির্বাহী সারপত্র থেকে। দিপু সাহেবের সঙ্গে যখন কথা হচ্ছিল তখন অক্টোবর। কয়েক মাসের ব্যবধানে তাদের দেয়া বিনিয়োগ হিসাবে বেড়ে গেছে ৭০ হাজার কোটি টাকা বা শতকরা ৮৫.৬ ভাগ। হিসাব বেড়ে যাওয়ার যুক্তি হিসেবে কোম্পানির প্রতিনিধি দিপু জানান, পরে হিসাব করে দেখা গেছে যন্ত্রপাতিতে ১৩ হাজার কোটি টাকা খরচ হবে। এছাড়াও অপারেটিং খরচ হবে। অপারেটিং খরচ বলতে কি বোঝাচ্ছেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'বেতন, সফরসহ বিভিন্নভাবে খরচ বাড়বে।'

এ ঘটনায় কোম্পানির অর্থ পাচারের প্রবণতা বোঝা গেলেও আমরা সেদিকে যাবো না। কোম্পানির পরবর্তী হিসাব সত্য ধরে নিলেও মুনাফার হার দাঁড়ায় শতকরা প্রায় ১০০ ভাগ। আর আগের হিসাবে লাভর হার ১৬২১ ভাগ।

কোম্পানির চুক্তি মতে বাংলাদেশ শতকরা ৬ ভাগ রয়ালিটি ও ট্যাক্স মিলিয়ে ৩০ বছরে পাবে ৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, বাংলাদেশী টাকায় যার পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৩ হাজার কোটি টাকা। বছরে দাঁড়ায় ১ হাজার ৫০০ কোটি টাকার একটু বেশি। বর্তমানে রপ্তানি করে বাংলাদেশ আয় করে বছরে তার পরিমাণ ইতিমধ্যে ৫০ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। প্রতিবছর প্রবাসীরা দেশে রেমিটেন্স পাঠায় ২৫ হাজার কোটি টাকা। ৩০ বছরে এক বছরের রপ্তানি আয়ের কম কিংবা দুই বছরের রেমিটেন্সেরও কম আয় করে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মুনাফা বৃদ্ধি পাবে! এমন দাবি করছে কোম্পানি। আর সেই আয় করতে বাংলাদেশের খরচ কত? কত তার অর্থনৈতিক ব্যয়, কতো তার সামাজিক ব্যয়? সে সম্পর্কে কোম্পানির কিছু কথা আংশিক চিত্র আনলেও স্বচ্ছ হিসাব দেয় না। এ প্রসঙ্গে দিপু বলেন, '৬ শতাংশ সরকারকে ট্যাক্স দেবে লাভ-ক্ষতি যাই হোক। এরপর বাকি পণ্য বিক্রি করে ৪৫ শতাংশ সরকারকে দেবে। এছাড়া যন্ত্রপাতি আমদানি করতে ২ দশমিক ৫০ শতাংশ খরচ হবে। সব মিলিয়ে সরকার পাবে প্রায় ৫০ শতাংশ। আর আন্তর্জাতিকভাবে অন্যান্য ট্যাক্স দিয়ে কোম্পানি ৩৫ শতাংশ পাবে। একটা বিদেশী কোম্পানি ব্যবসা করতে এসে এটুকু দেবে না।'

শুধু এ হিসেবে নিজেদের কয়লা সম্পদ

শস্য শ্যামলা বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্বকারী জেলা দিনাজপুরের প্রতিচ্ছবি

'মোশারফ সাহেব যেখানে থাকেন সেখানে ট্রান্সপারেন্ট কিছু হয় না'

নুরুদ্দীন মাহমুদ কামাল

সাবেক চেয়ারম্যান, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড

'আমরা বিদেশী বিনিয়োগকে স্বাগত জানাই, যদি তা জাতীয় স্বার্থের অনুকূলে হয়। তবে জ্বালানি খাতে তথা গ্যাস ও কয়লা খাতে বিদেশী বিনিয়োগ, ঋণ, অনুদান এবং সাহায্যের যে অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছে তাতে এশিয়া এনার্জির এ বিনিয়োগ যথাযথভাবে খতিয়ে দেখা জরুরি।' প্রায় এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বললেন নুরুদ্দীন মাহমুদ কামাল।

সাপ্তাহিক ২০০০ : 'যথাযথ খতিয়ে দেখাটা' কথাটি বুঝিয়ে বলবেন? বিদেশে যেকোনো কোম্পানিই তো দেশীয় বিশেষজ্ঞ ব্যবহার করেন। এবং তারা বেশ নামজাদাই হয়ে থাকেন।

নুরুদ্দিন মোহাম্মদ কামাল : সরকার যখন চুক্তি করে তখন যারপরনাই লুকোছাপা করেন। আর যারা বিশেষজ্ঞ থাকেন তারা কোনো জাতীয় স্বার্থ ঠিকঠাক ভাবে দেখে না। আমি বলবো না তারা নিজের স্বার্থ খুব একপেশো ভাবে দেখেন। অপরদিকে যখন কোম্পানি দুর্ঘটনা ঘটায় তখন দেখা যায় আইনি লড়াইয়ে দেশীয় নামজাদা আইনজ্ঞ নিয়োগ দেন। ব্যারিস্টার রোকনউদ্দিন মাহমুদ, ড. কামাল হোসেন, ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদের মতো প্রতিষ্ঠিত আইনজ্ঞ আইনি ফাইটে কোম্পানির হয়ে লড়াই চালিয়ে যায়। আমার যেটা মনে হয় তা হলো বিশেষজ্ঞরা যখন কাজ করে তখন পেশাগত দিকটিই বেশি দেখেন। আর সে কারণে জাতীয় স্বার্থ, পরিবেশ ও জ্বালানি নিরাপত্তার মতো গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো কোম্পানির স্বার্থে মূল্যায়ন করেন। আর একটা বিষয়ে বলা যায়। আমাদের জ্বালানি বিষয়ে দেখতেন একেএম মোশারফ হোসেন। মোশারফ সাহেব যেখানে থাকেন সেখানে ট্রান্সপারেন্ট হয় না।

২০০০ : তাহলে উপায়?

কামাল : আমরা এ বিষয়ে যে প্রস্তাবটা দিয়ে আসছি তা হলো, পুরো প্রক্রিয়াটিতে গোপনীয়তা পরিহার করতে হবে। বিশেষ করে চুক্তিপত্রটি করতে হবে সর্বমহলের স্বার্থে, যতোটা পারা যায় আলোচনা করতে হবে। যেকোনো বিদেশী বিনিয়োগ প্রস্তাব বোর্ড অব ইনভেস্টমেন্টের নীতিমালা সম্পৃক্ত। এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের বিধিবদ্ধ কোনো নীতিমালা নেই। টাটার বিনিয়োগ প্রস্তাব যেভাবে এডহক ভিত্তিতে গঠিত কমিটির মাধ্যমে পরীক্ষিত ও আলোচিত হয়েছে তেমনি এশিয়া এনার্জির ব্যাপারে করা যেতে পারতো।

কোম্পানির মুনাফা গঠনে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বার্ষিক ক্ষতি দাঁড়াবে ৩০০ কোটি টাকা। হাস্যকর হলেও কোম্পানির দৃষ্টিতে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মুনাফা। কোম্পানির তথ্য অনুযায়ী কয়লা খনিটি ১৩৫ বর্গকিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত হবে। আর খনির কার্যক্রম পরিচালনায় পানি নিষ্কাশনসহ যেসব ব্যবহার করা হবে তাতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার মোট পরিমাণ দাঁড়াবে ৬৫৬ দশমিক ৩৩ বর্গকিলোমিটার। এ এলাকার কৃষি পণ্যের ও অন্যান্য হিসেবে কোম্পানি নাম করলেও এলাকার মানুষ করেছে। সে হিসাব আগে দেখানো হয়েছে। তাদের হিসাবমতে ১ হাজার ৮০০ কোটি টাকা।

আর প্রাণবৈচিত্র্য, ধ্বংস, পরিবেশগত ভারসাম্য নষ্ট এবং মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা, শারীরিক ক্ষতি হিসাব করা যায় তাহলে ক্ষতির পরিমাণ আরো বহু বেড়ে যাবে।

কোম্পানি বলছে, 'খনির কার্যক্রম চলাকালীন প্রত্যক্ষভাবে স্বল্পমেয়াদি ২ হাজার ১০০টি এবং দীর্ঘমেয়াদি ১ হাজার ১০০টি চাকরির সুযোগ ঘটবে' (পৃষ্ঠা ১২) বলেননি তারা একই সঙ্গে লক্ষাধিক মানুষের জীবিকা ধ্বংস করবেন। যে কর্মসংস্থান তারা করবেন সে সম্পর্কে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, বিশ শতকের কয়লা খনিতে কাজ করতে গিয়ে বিভিন্ন দুর্ঘটনায় মারা গেছেন বিভিন্ন দেশে ১ লক্ষেরও বেশি মানুষ। খনিতে যারা কাজ করেন তাদের শ্বাসযন্ত্রের গুরুতর সমস্যা হয়। আয়ু অনেক কমে যায়। আশপাশের অঞ্চলের মানুষেরাও ক্ষতিগ্রস্ত হন।

বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বক্তব্য

ফুলবাড়ীর ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিকের পরিমাণ যাচাই করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. এম কে আহমেদ। তিনি সাপ্তাহিক ২০০০কে জানান, খনি হলে পানিতে বেশি মাত্রায় পলির উপস্থিতি, স্বল্প PH মাত্রা, বেশি মাত্রায় পুষ্টি, জৈব রাসায়নিক অক্সিজেনের চাহিদা, রাসায়নিক অক্সিজেনের চাহিদা, তেল এবং হাইড্রো কার্বনের উপস্থিতিও বিরূপ প্রভাব ফেলবে। এলাকায় এসিড বৃষ্টিও হতে পারে।

এছাড়াও পানির স্তর সর্বোচ্চ ১৫ হতে ২৫ মিটার পর্যন্ত নিচে নেমে যেতে পারে। এতে এলাকায় পানি সঙ্কট তৈরি হতে পারে। খনি এলাকার প্রতিবেশগত তথ্যভিত্তিক এবং জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত মাঠ পর্যায়ে যাচাইয়ের কাজ করেছে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন। কমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জানান, প্রকল্পের কারণে উদ্ভিদ ও প্রাণীকুলের কিছু সাধারণ বাসভূমি বিনষ্ট হতে পারে। যেহেতু নদী পথের গতি পরিবর্তন করা হবে, নদী ও জলাভূমিতে খনির ব্যবহৃত পানিও ছাড়া হবে, মাটি খননের কাজ ও গাছপালা কাটা যাওয়ায় কাদামাটির প্রাবল্য বাড়বে। আশপাশের নদীর পানি মাত্রাতিরিক্ত ঘোলা হবে। এখানকার ইকোসিস্টেম ভেঙে যাবে সন্দেহ নেই। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্মকর্তা আরো জানান, 'মাটির ওপর খনন প্রক্রিয়ার প্রভাব পড়বে। মাটির পুষ্টিমান কমে যাবে, ছোট গুল্ম-গাছ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রণের কাছে বিষক্রিয়া দেখা যাবে। খননের কারণে কৃষিতে ব্যবহৃত ভূমির পরিমাণ কমবে।

এছাড়াও এলাকার জলবায়ুর ওপর প্রভাব ফেলবে। খনির কার্যক্রমে গ্রিন হাউজ গ্যাস (GHG) নির্গত হবে। এতে অতিমাত্রায় মিথেন ও কার্বনমনোক্সাইড বায়ুস্তরকে ফুটো করতে পারে এতে আমাদের দেশের দীর্ঘদিনের আবহাওয়া তথা জলবায়ুর ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলবে।

খনিতে কর্মরত শ্রমিকদের একাংশ

এখানে স্মরণ করি কাপ্তাই বাঁধের কথা। উন্নয়নের আরেক বীভৎসতার স্বাক্ষর। লক্ষাধিক মানুষকে ভাসিয়ে দিয়ে উদ্বাস্তু করে এখানে বিদ্যুৎ প্রকল্প চালু হয়েছিল। সেই মানুষেরা এখনো সবাই ক্ষতিপূরণ পাননি, বহুজন দেশ ছাড়া, আর এ থেকে যে অবিশ্বাস আর সংঘাতের জন্ম তার মাশুল দেবার জন্য প্রতিবছর জনগণের করের অর্থ থেকে ব্যয় হচ্ছে কমপক্ষে ৩০০ কোটি টাকা। মানুষের জীবন, দশক-দশক সংঘাত-রক্তপাত, অশান্তি এসবের দাম কে ধরবে? আর সর্বশেষ খবরে জানা যায় এতো বিশাল মূল্যে বিদ্যুৎ প্রকল্প সেটিও এখন সংকটাপন্ন। বিদেশে বিনিয়োগ আর উন্নয়নের ডামাডোলে ফুলবাড়ীতে ঘটতে যাচ্ছে কাপ্তাই, মাগুরছড়া আর টেংরাটিলার ধ্বংসযজ্ঞের সম্মিলিত এক ভয়ঙ্কর ঘটনা।

দেশের সচেতন নাগরিক হিসেবে একটু ভাবি। গ্যাসের পর কয়লা, গোপনচুক্তি; ক্ষতি দেশের, লাভ কার...?

জালানি সম্পদ সংরক্ষনে যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে
অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম

দেশবাসী তো দূরের কথা সংসদে পর্যন্ত আলোচনা হয় না
এম এম আকাশ

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, ভাষা সৈনিক আব্দুল মতিন, অধ্যাপক এমএম আকাশ ও বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের সমন্বয়ক রুহিন হোসেন প্রিন্স। তাঁরা প্রত্যেকেই আলোচনা-পর্যালোচনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ব্যাপারে গুরুত্ব দিয়েছেন। অধ্যাপক সিরাজুল ইসলামের ভাষায়, 'ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জ্বালানির নিরাপত্তার প্রশ্ন বিবেচনায় রেখে, গ্যাস ও জ্বালানি সম্পদ সংরক্ষণের যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে। ব্যবহারে সতর্ক হতে হবে এবং এই সম্পদের ধ্বংস রোধে সংগ্রামে আপসহীন হতে হবে।'

অর্থনীতিবিদ এমএম আকাশ ২০০০কে বলেন, 'এসব চুক্তির ক্ষেত্রে যেটা হয়, দেশবাসী তো দূরের কথা, জাতীয় সংসদে পর্যন্ত আলোচনা হয় না। এই গোপনীয়তা কাম্য নয়। বিদেশী বিনিয়োগের বিরোধী আমরা নই। উপযুক্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া জাতীয় স্বার্থ বিঘ্নিত করে পেছনের দরজা দিয়ে তড়িঘড়ি করে বিদেশী কোম্পানির সঙ্গে চুক্তির বিরুদ্ধে। আমরা এ ব্যাপারের বিরুদ্ধে শাসক দলের ষড়যন্ত্র মনে করি। তেল, গ্যাস, খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির ব্যানারে আন্দোলন করছি।'